কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব ও শর্ত

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার কৈয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নুর আহমাদ, মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'মধুগ্রাম জিনারহাট ফাযিল মাদরাসা' (ছাগলনাইয়া, ফেনী) থেকে (১৯৯৪ সালে) দাখিল এবং (১৯৯৬ সালে) আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে একাদশতম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে (১৯৯৯ সালে) বিএ (অনার্স) ও (২০০০ সালে) এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) থেকেই পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। একই সাথে তিনি 'নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মাসজিদ' (গুলশান, ঢাকা) ও উত্তরা ১১নং সেক্টর 'বায়তুন নূর জামে মাসজিদ'-এ খতীব হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি তাফসীরুল কুরআন, খুতবা, ওয়াজ-মাহফিল, বিভিন্ন আলোচনা ও লেখনীর মাধ্যমে শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমলের দাওয়াতের কাজ করে থাকেন (www.tafseerulquran.com)। তাঁর লিখিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এগারোটি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালে ছাপা হয়েছে। ইতোমধ্যে তাঁর রচিত তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

***

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্যদান এবং বাস্তব আমলের নাম। শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়; অবশ্যই সাক্ষ্যদান এবং আনুগত্য নিশ্চিত করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবূ তালিব তার ভাতিজার নবুওয়াতের ব্যাপারে অন্তরে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তাঁকে প্রকাশ্য সাক্ষ্য দেয়নি এবং তাঁর অনুসরণ করেনি। ফলে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

কিয়ামত দিবসে মুক্তি লাভের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য-

১. **একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করা**। মহান আল্লাহর ইবাদাত মুশরিকগণও করতো। কিন্তু তারা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করতো না। তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতো, আবার তাগূতের ইবাদাতও করতো। সকল নবী রাসূল তাদেরকে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।" [সূরা ১৬; আন-নাহল ৩৬]

২. **একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা' করা**। প্রত্যেকটি মানুষ তার বিশ্বাস, কর্ম, লেনদেন, আচার-আচরণ ও চরিত্রের ক্ষেত্রে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

"সুতরাং, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৫৮]

৩. **মহান আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা**। তাগূতের প্রতি অস্বীকৃতি ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২৫৬]

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের সাথে রিসালাতের সাক্ষ্যদান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাওহীদের সাক্ষ্যদান পরিপূর্ণ হয় না, রিসালাতের সাক্ষ্যদান ছাড়া। আবার ঠিক রিসালাতের সাক্ষ্যদান পরিপূর্ণ হয় না, তাওহীদের সাক্ষ্যদান ছাড়া। মহান আল্লাহর তাওহীদ হলো ইবাদাত করার ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র মা'বুদ। তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ হলো তাঁর ইত্তেবা' করার ক্ষেত্রে। কোনো ইবাদাত তাঁর ইত্তেবা' ছাড়া করা যাবে না।

ইসলাম পরিপালনের আবশ্যকীয় দু'টি মূলনীতি

১. **মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদাত করবো না**। তিনিই একমাত্র সত্য মা'বুদ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। এটিই হলো তাওহীদের সাক্ষ্যদান। এর বিপরীত শির্ক।

২. **মহান আল্লাহর কোনো ইবাদাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের পদ্ধতি ছাড়া করবো না**। এটিই হলো রিসালাতের সাক্ষ্যদান। এর বিপরীত বিদ'আত।

এক কথায় বলা যায়, শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا﴾

"বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং, যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'।" [সূরা ১৮; আল-কাহাফ ১১০]

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের (شَهَادَةُ التَّوْحِيْدِ) দু'টি রুকন রয়েছে। তাওহীদের কালেমাটি এ দু'টি রুকন সহকারে স্বীকৃতি দিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতে হয়।

প্রথম রুকন- «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» অর্থাৎ মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই।

দ্বিতীয় রুকন- «مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ» অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর রাসূল।

তাওহীদের কালেমা (كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ) বাস্তবায়নের জন্য কুরআন ও সুন্নাহয় কিছু শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। এ শর্তগুলো না থাকলে কালেমার সাক্ষ্যদান বাস্তবায়িত হয় না। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান এ শর্তসমূহ পালন সহকারে করলেই মুসলিম হওয়া যাবে, জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ শর্তসমূহ না মানলে মুসলিম হওয়া যায় না। মুনাফিকগণ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের পরেও কাফির। কারণ, তারা সাক্ষ্যদানের এ শর্তসমূহ মেনে নেয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾

"তা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল তারপর কুফরী করেছিল। ফলে তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না।" [সূরা ৬৩; আল-মুনাফিকূন ৩]

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের এ শর্তসমূহ জানা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই কর্তব্য। এ শর্তসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করে- তাওহীদের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি এবং রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি আলাদা করে সংক্ষিপ্তভাবে এ বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। অত্র গ্রন্থে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদেরকে জানাবেন, আমরা পরবর্তীতে তা সংশোধন নেব, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে শর্তসমূহ পূর্ণ করে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান করার তাওফীক দিন। আমাদেরকে শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান আনার এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
শা'বান ১৪৪২ হিজরী
মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

সূচিপত্র

কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব (أَهَمِّيَّةُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ)	১৩
[১] এ সাক্ষ্যদান ইসলামের প্রথম রুকন ও ঈমানের প্রধান শাখা	১৪
[২] এ কালেমার সাক্ষ্যদানের প্রতি নবী আলাইহিমুস সালামগণ দা'ওয়াত দিতেন	১৬
[৩] এ সাক্ষ্যদান বান্দার উপর মহান আল্লাহ প্রদত্ত বড় নি'আমাত	১৭
[৪] এ সাক্ষ্যদান প্রকৃত জ্ঞানী ও জান্নাতি মানুষের বৈশিষ্ট্য	১৮
[৫] এ কালেমার সাক্ষ্যদান বিপদাপদ দূরকারী এবং নিরাপত্তার মাধ্যম	১৮
[৬] এ সাক্ষ্যদান ঐক্যের মাধ্যম	২১
[৭] এ সাক্ষ্যদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম	২৩
[৮] এ কালেমার সাক্ষ্যদান এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করা	২৪
[৯] এ কালেমার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সুদৃঢ় থাকা যায়	২৫
[১০] এ কালেমার সাক্ষ্যদান একটি উত্তম বৃক্ষের মত	২৬
[১১] এ কালেমার সাক্ষ্যদান হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা	২৬
[১২] এ কালেমার সাক্ষ্যদান বান্দার উপর মহান আল্লাহর অধিকার	২৭
[১৩] এ কালেমার সাক্ষ্যদান গুনাহ মাফের মাধ্যম	২৯
[১৪] এটি ইবাদাত কবুলের শর্ত	২৯
[১৫] এ সাক্ষ্যদানের উপর মৃত্যুবরণও জরুরি	২৯
[১৬] এ সাক্ষ্যদান মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী	৩০
[১৭] এ সাক্ষ্যদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম	৩২
কালেমায়ে শাহাদাতের শর্ত (شُرُوْطُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ)	৩৫
তাওহীদের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি (شُرُوْطُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)	৩৫
[এক] মূর্খতা দূরকারী ইলম (اَلْعِلْمُ الْمُنَافِيْ لِلْجَهْلِ)	৩৭
ইবাদাত কবুলের শর্ত	৩৯

[দুই] সন্দেহ দূরকারী দৃঢ় বিশ্বাস (اَلْيَقِيْنُ الْمُنَافِي لِلشَّكِّ)	৪১
দৃঢ় বিশ্বাস (اَلْيَقِيْنُ): এর কয়েকটি স্তর	৪১
দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪৩
[তিন] সর্বান্তকরণে গ্রহণ (اَلْقَبُوْلُ الْمُنَافِي لِلرَّدِّ)	৪৫
মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারীর হুকুম	৪৯
[চার] পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ (اَلْاِنْقِيَادُ الْمُنَافِي لِلتَّرْكِ)	৫১
আনুগত্যের দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদ	৫২
তাগূতের পরিচয়	৫৬
[পাঁচ] মিথ্যা-বিবর্জিত সততা (اَلصِّدْقُ الْمُنَافِي لِلْكَذِبِ)	৬২
সততার উপকরণসমূহ	৬৩
সততার পরিধি	৬৪
সততার গুরুত্ব	৬৫
সততার চিহ্নসমূহ	৬৬
[ছয়] শির্ক দূরকারী ইখলাস (اَلْإِخْلَاصُ الْمُنَافِيْ لِلشِّرْكِ)	৬৭
ইখলাসের পরিচয়	৬৭
শির্কের পরিচয়	৬৮
শির্ক দুই প্রকার	৬৯
ইখলাসের গুরুত্ব	৬৯
[সাত] বিচ্যুতি দূরকারী দৃঢ়তা (اَلْاِسْتِقَامَةُ الْمُنَافِيَةُ لِلْإِنْحِرَافِ)	৭৩
দৃঢ়তার পরিচয়	৭৫
দৃঢ়তার পরিধি	৭৬
দৃঢ়তার সহায়ক বিষয়সমূহ	৭৬
বিচ্যুতির কারণসমূহ	৭৮

[আট] বিদ্বেষমুক্ত ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ الْمُنَافِيَةُ لِلْبُغْضِ)	৮০
মহান আল্লাহকে ভালোবাসার গুরুত্ব	৮১
ভালোবাসার কয়েকটি স্তর	৮৪
ভালোবাসার (اَلْمَحَبَّةُ) প্রকারভেদ	৮৪
মহান আল্লাহকে ভালোবাসার উপকরণসমূহ	৮৬
রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি (شُرُوْطُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ)	৯১
[এক] যথার্থ ইলম (اَلْعِلْمُ بِمَعْنَاهَا)	৯৬
[দুই] এ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অন্তরের দৃঢ়তা (اِسْتِيْقَانُ الْقَلْبِ بِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ)	১০৫
[তিন] এ সাক্ষ্যদানের প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে আত্মসমর্পণ (اَلْاِنْقِيَادُ لَهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا)	১০৯
[চার] এ সাক্ষ্যদান গ্রহণ করা (اَلْقَبُوْلُ بِهَا)	১১৯
[পাঁচ] এ সাক্ষ্যদানে একনিষ্ঠতা (اَلْإِخْلَاصُ فِيْهَا)	১২৬
সুন্নাতের ইত্তেবা'র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাসমূহ	১২৭
[ছয়] এ সাক্ষ্যদানে সততা (اَلصِّدْقُ فِيْهَا)	১৩০
অন্তরে সততা (اَلصِّدْقُ) সৃষ্টির সহায়ক কর্মসমূহ	১৩১
[সাত] এ সাক্ষ্যদান ও তার সাক্ষ্যদাতার প্রতি ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ لِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ وَأَهْلِهَا)	১৩৬
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার সহায়ক কর্মসমূহ	১৪০
[আট] এ সাক্ষ্যদানের প্রতি ঈমান এবং তার বিপরীত বিষয়সমূহ অস্বীকার করা (اَلْإِيْمَانُ بِهَا وَالْكُفْرُ بِمَا يُنَاقِضُهَا)	১৪৫
সুন্নাহকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমসমূহ	১৪৭
সুন্নাহের বিপরীত বিষয়সমূহ অস্বীকার করার পদ্ধতিসমূহ	১৪৯
উপসংহার	১৫২

কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব

(أَهَمِّيَّةُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ)

একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে হলে তাকে একটি কালেমা (كَلِمَةٌ) পাঠ করতে হয়। এই কালেমাটির নাম কালেমায়ে শাহাদাত (كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ)। কালেমাটি নিম্নরূপ-

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

এই কালেমাটির মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে-

প্রথম অংশ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই।"

এ অংশে মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়া হয়। এক কথায় "শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান ও আমলের" ঘোষণা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় অংশ- وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

এ অংশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত বা তিনি মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়। এক কথায় "বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি ঈমান ও আমলের" ঘোষণা দেয়া হয়।

একজন মানুষ মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে এ সাক্ষ্যদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবূ তালিব তার ভাতিজার নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান করেনি। ফলে সে মুসলিম হতে পারেনি। মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

তাই বুঝা গেল, কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে দুনিয়ায় আমাদের জীবন-যাপন কেমন হবে। আমাদের বিশ্বাস ও কর্ম আখিরাতমুখী হবে নাকি অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মতো অন্তসারশূন্য, উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা হবে।

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকাশ্য ঘোষণা ও সকল কাজ-কর্মে যখন আমরা প্রকৃত অর্থে এই কালেমার সাক্ষ্যদাতা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবো, তখন দুনিয়ায় আমাদের বসবাস, জীবন ধারণ সবই হবে আখেরাতে নাজাত ও নেয়ামত লাভের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। জীবন হবে পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, অধিকার ও কর্তব্যে সমন্বিত, হক্ব-ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে হতাশা-নিরাশার কোনো স্থান নেই। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে এই কালেমার সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নে কিছু বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

[১] এ সাক্ষ্যদান ইসলামের প্রথম রুকন ও ঈমানের প্রধান শাখা

ইসলামে প্রবেশের প্রথম শর্তই এ সাক্ষ্যদান। এটি দীনের মূল (لُبُّ الدِّيْنِ) ও মিল্লাতের ভিত্তি (أَسَاسُ الْمِلَّةِ)। সহীহাইনে উদ্ধৃত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত সুপরিচিতি ও বিখ্যাত হাদীসে এসেছে,

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا» قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ. قَالَ «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

অর্থাৎ, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোনো চিহ্নও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাঁকে চিনেও না। অবশেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলো। সে

তাঁর হাঁটুদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু তাঁর (অথবা নিজের) উরুর উপর রাখলো এবং বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (মা'বুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।" সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী (উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা তাঁর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা, সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায়) সমর্থন করছে। এরপর সে বললো, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে।" [সহীহ বুখারী: ৫০; সহীহ মুসলিম: ৮]

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

"পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ও রামাদানের সিয়াম পালন করা।" [সহীহ বুখারী: ৮; সহীহ মুসলিম: ১৬]

ঈমানের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শাখা হলো তাওহীদের সাক্ষ্যদান। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ»

"ঈমানের শাখা সত্তরটির চেয়েও বেশি, আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" [সহীহ মুসলিম: ৩৫]

[২] এ কালেমার সাক্ষ্যদানের প্রতি নবী আলাইহিমুস সালামগণ দা'ওয়াত দিতেন

যুগে যুগে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ পৃথিবীর মানুষকে এ কালেমার সাক্ষ্যদানের প্রতি দা'ওয়াত দিতেন। যারা এ কালেমার সাক্ষ্যদানের আহ্বানে সাড়া দিতেন, তারা তাঁদের উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত হতেন। যারা সাড়া দেয়নি, তারা কাফির ও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতো। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ﴾

"আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ৫৯]

﴿وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ﴾

"আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ৬৫]

﴿وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ﴾

"আর সামূদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ৭৩]

﴿وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ﴾

"আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ৮৫]

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

"আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং, তোমরা আমার ইবাদাত কর।" [সূরা ২১; আল-আম্বিয়া ২৫]

কালেমায়ে শাহাদাতের শর্ত
(شُرُوْطُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ)

আমরা কালেমায়ে শাহাদাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার পর এর শর্ত সম্পর্কে আলোকপাত করবো। কারণ, এ কালেমার সাক্ষ্যদানই মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ কালেমা মৌখিকভাবে সাক্ষ্যদান করেছিল, কিন্তু মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেনি; মুনাফিক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। কেননা, সে এ কালেমার সাক্ষ্যদানের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে পারেনি। এজন্য একজন মুসলিমকে এ কালেমার সাক্ষ্যদানের পাশাপাশি তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি জানা অবশ্যই প্রয়োজন।

কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যদান পূর্ণ হওয়ার জন্য যে শর্তসমূহ রয়েছে, তা আমরা দুটি ভাগে পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ। প্রথমত: তাওহীদের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি এবং দ্বিতীয়ত: রিসালাতের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি।

তাওহীদের সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি
(شُرُوْطُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)

তাওহীদের বাক্যটি হলো, «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»-এর অর্থ হলো- لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই'। একজন মানুষকে অবশ্যই তার অন্তর ও মুখ দ্বারা সাক্ষ্য দিতে হবে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই" এখানে لَا إِلٰهَ এরপরে لَا-এর খবর উহ্য রয়েছে; لَا-এর খবরটিই হলো بِحَقٍّ। এখানে এ উহ্য خَبَرٌ-টি দ্বারা একটি গোপন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো- কিভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নেই? অথচ, আমরা দেখি, আল্লাহ ছাড়াও অসংখ্য মা'বুদ রয়েছে। যাদেরকে পৃথিবীতে মানুষ ইবাদাত করে। মহান আল্লাহ এদেরকেও মা'বুদ বলেছেন।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَمَآ اَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِیۡ یَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ﴾

"তারপর যখন তোমার রবের নির্দেশ এলো তখন আল্লাহ ছাড়া যেসব ইলাহ (উপাস্য)-কে তারা ডাকত, তারা তাদের কোনো উপকার করেনি এবং তারা কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করেছে।" [সূরা ১১; হুদ ১০১]

নবী-রাসূলগণ তাদের জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন এভাবে,

﴿يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ﴾

"হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ৫৯]

এ গোপন প্রশ্নের উত্তর হলো, لَا-এর উহ্য خَبَرُ-টি بِحَقٍّ। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ছাড়া যত মা'বুদ রয়েছে, তারা حَقٌّ নয়, তারা সবাই বাতিল মা'বুদ। তাদের ইবাদাত পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾

"এ জন্যও যে, আল্লাহ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, সেগুলো অসত্য এবং আল্লাহ তো সুউচ্চ, মহান।" [সূরা ২২; আল-হাজ্জ ৬২]

﴿اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, লাত ও উযযা সম্বন্ধে? এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরনের বণ্টন তো অসঙ্গত। এগুলোর কতক নামমাত্র, যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে।" [সূরা ৫৩; আন-নাজম ১৯-২৩]

﴿مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ﴾

"তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি।" [সূরা ১২; ইউসুফ ৪০]